সত্য কথা শুনতে বিস্বাদ– আত্মজিজ্ঞাসাই সমাধান

চারপাশে ছাত্রছাত্রী ও সাধারণ মানুষের বিক্ষোভে টালমাটাল অবস্থা। স্বাধীনতা যুদ্ধের পর থেকে আজ পর্যন্ত এমন দুর্ভাগ্যজনক ও বিশৃঙ্খল অবস্থার মধ্য দিয়ে এদেশ সামনে এগিয়ে যাবে এটা স্বপ্নেও ভাবিনি। সকাল থেকেই দেখছি দেশজুড়ে বিক্ষোভ মিছিল আর মিছিল, কখনো ক্ষমতাসীন দলের পাল্টা মিছিল; ছাত্রছাত্রী ও সাধারণ মানুষের ধাওয়ার কাছে তারা পরাজিত, যদিও তারা পুলিশ বাহিনীকে সঙ্গে নিয়ে দেশীয় অস্ত্র, রামদা, চাপাতি নিয়ে মেকাবেলার চেষ্টা করছে। আমি বয়স্ক শিক্ষক হওয়াতে বাসায় বসে দেশ-বিদেশের মিডিয়া ও সামাজিক মিডিয়ায় খবর দেখা, কর্মসূচি ও কর্মকাণ্ড দেখা, বিভিন্ন জায়গায় ফোন করা, পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করা, ভবিষ্যতের কথা ভেবে হা-হুতাশ করা ছাড়া এই মুহূর্তে করার তেমন কিছু নেই। কারণ আমার মতো নগণ্য মাস্টারের উপদেশের ওপর ভিত্তি করে এদেশের কোনো পক্ষই সিদ্ধান্ত নেবে না। সবাই যে কোনো মূল্যে যার যার সিদ্ধান্ত ও জেদ বজায় রাখতে চায়। আমারা জানি জেদের পরিণতি কোনোদিনই ভালো কিছু বয়ে আনে না। পরিণতি তারা বুঝেও বুঝতে চায় না। পরিণতি যে ভয়াবহ, আমরা বুঝি। পরিণতি দেশের জন্য কোনোভাবেই সুখকর হবে না। ছাত্রদের সাথে কথা বলেছি। আজ তেতাল্লিশ বছর শিক্ষকতা করি। তাদের মতিগতি, চিন্তা-চেতনা অনেক বুঝি। দেশব্যাপী ছাত্রছাত্রী। গত লেখায় লিখেছিলাম, তাদের আন্দোলন অহিংস। সবাই বিরোধী দলের ছাত্র এটা ভাবা ঠিক না। এদেশে এ আন্দোলনে যত ছাত্র, যত সাধারণ মানুষ জীবন দিয়েছে, অনেকের লাশ খুঁজে পাওয়া যায়নি; যত কথাই বলুন, যতই কোটার দাবি মেনে নেন, পারবেন কি কেউ তাদের জীবন ফেরত দিতে? ফলে 'মাথায় বেদম জোরে আঘাত করে টাকের যত্ন নেওয়া আর চলে না'। ওইটা ভুলে যান। এখন আর আন্দোলন সে পর্যায়ে নেই। দীর্ঘদিনের পুঞ্জিভূত ক্ষোভ দানা বেঁধে এখন তার বিস্ফোরণ ঘটেছে। 'মরণের সময় হরির নাম কানে দিয়ে খুব একটা লাভবান হওয়া যায় না।' কাউকে না কাউকে একটু সমঝে চলতে হবে, ছাড় দেওয়ার মানসিকতা থাকতে হবে। সাময়িক আবেগপ্রবণতা রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে কোনো দাম নেই। যার ফল ক্ষমতাসীনদের ভোগ করতে হচ্ছে।

একটা বিষয় খারাপ লাগছে, যে-ই মরছে কিংবা দারুণভাবে আহত হচ্ছে, ভবিষ্যৎ জীবন অকেজো হয়ে যাচ্ছে– সবাই আমার ছাত্রছাত্রী অথবা ভাইয়ের ছেলে অথবা ভাই অথবা নাতি; তা সে যে দলেরই হোক। সবাই এদেশের সন্তান, সবাই আমরা। সবারই এদেশে বেঁচে থাকার অধিকার আছে। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় ছিল: 'ওরা এবং আমরা'। এখানেই আমার মর্মবেদনা। এ কথাটা বুঝতে আমরা অনেক দেরি করে ফেলি। এখানেই দেশপ্রেমের পার্থক্য। দেশপ্রেম শুধু দেশকে ভালোবাসা না, দেশের সব মানুষকে ভালোবাসা। এটা দেশপরিচালকদের দায়িত্ব। অনেকদিন থেকেই এই পত্রিকার মাধ্যমে বলে আসছি মূলত আমার কোনো দল নেই; আসলেই নেই। যদিও আমার একথা কেউ বিশ্বাস করতে চায় না। আমার দলের নাম বাংলাদেশ দল। একাত্তর পর্যন্ত দল করতাম, তারপর অনেক কষ্ট পেয়ে কোনো দলের পক্ষে কাজ করা ছেড়েছি। দল যে একেবারে করি না, তা নয়। যুদ্ধের পর থেকে ইস্যুভিত্তিক দল করি। কখনো কোনো দল বা আন্দোলনের পক্ষে যাই, কারো বিপক্ষে যায়। এখন যেমন আমি ছাত্রছাত্রীদের দাবির পক্ষে। অনেক ছাত্রছাত্রী তাদের অধিকার নিয়ে আমার কাছে আসছে, আমি সহজভাবে তাদেরকে সাধ্যমতো সাহায্য-সহযোগিতা করছি। এটা কারো চোখে দেখতে খারাপ লাগবে; আমি কিন্তু শিক্ষক হিসেবে আমার প্রিয় ছাত্রদের পাশে দাঁড়াচ্ছি; তাদেরকে আমি পড়িয়েছি। তবে তাদেরকে আমি লাঠি নিয়ে মারামারি করতে নিষেধ করছি। তারা বলছে, 'স্যার আমাদেরও তো আত্মরক্ষার দরকার আছে'। আমি তখন নিশ্চুপ হয়ে যেতে বাধ্য হচ্ছি। এ বিষয়ে ক্ষমতাসীন দল প্রথম থেকেই যেভাবে সিদ্ধান্ত নিয়ে আসছে, আমি তার সাথে সহমত জানাতে পারছি না। তারা প্রথমেই ছাত্রলীগ নামধারী সন্ত্রাসীদের রামদা, কিরিছ, চাপাতি হাতে সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের দমনে নামালো কেন? জানতে হবে, 'বাঁদরের বাঁদরামি সব জায়গায় নয়'। আমার এসব

বিস্বাদ কথা অনেকের পছন্দ হবে না জানি। কারণ রাজনীতিকদের চোখ একটা, আমার তো দুটো, একথা আমি সবসময় বলি। আমার মনে কোনো প্রতিহিংসা নেই; তাদের আছে। এ পরিস্থিতিতে এদেশের মঙ্গল ও কল্যাণের জন্য কি কি করণীয় তা আমার এবং আমার মতো সাধারণ নাগরিক, দেশপ্রিয় অনেক সুশিক্ষিত, সরাসরি কোনো দলভূক্ত না যারা, তাদের জানা। ছোট্ট একটা সুন্দর দেশ, এদেশ নির্মোহ ও অহিংসভাবে পরিচালনা করা এবং স্থিতিশীলতা বজায় রাখা এমন কোনো কঠিন কাজ নয় বলে জানি।

এ বিষয়ে নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থানের কথা স্মরণ করি। এ পরিস্থিতির মতো এতটা অরাজক অবস্থা কিন্তু তখন হয়নি। তারপরও এরশাদ সরকার অল্প আন্দোলনে ক্ষমতা ছেড়েছিলেন। তাতে এরশাদ সাহেব ভালোই করেছিলেন; অন্তত তার এদেশেই স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে এবং প্রথম থেকেই বর্তমান ক্ষমতাসীন সরকারের সাথে মিলে দীর্ঘবছর একসাথে কাজ করেছেন। ছিয়ানব্বই-এ ব্যাপক আন্দোলনের মুখে বিএনপিও ক্ষমতা ছেড়েছিলেন। আবার বিএনপি এখনোও এদেশে রাজনীতি করে যাচ্ছে। বরিশালে গিয়ে একটা আঞ্চলিক কথা শিখেছিলাম, 'যে সয়, সে রয়'। এসব ক্ষেত্রে ক্ষমতাসীন দল অনেক ভুল করে চলেছে, যার বর্তমান ও ভবিষ্যৎ খেসারত দেশ ও ইতিহাসের কাছে তাদেরকেই দিতে হবে। অনেক বছরের পুরোনো একটা শিক্ষণীয় ঘটনা অতি সংক্ষেপে বলি, অনেকটাই বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে গেছে: শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধি তখন ভারতের ক্ষমতায়। কোনো এক প্রদেশের জনসভায় (সালটা ভুলে গেছি) ভাষণ দিতে গিয়ে বিশৃঙ্খল উত্তেজিত জণসাধারণ তার দিকে মারমুখী হয়ে তেড়ে আসছিলেন। আইনশৃঙ্খলা বাহিনী রক্ষা করতে পারছেন না। তিনি গুলি ছোড়ার অনুমতি দিলেন না। মঞ্চের পিছনে বাঁশ বাঁধা। উনি তার নীচ দিয়ে মাথা ও কোমর নূয়ে পিছন দিয়ে বেরিয়ে চলে গেলেন। অনেক সাংবাদিক সে অবস্থার ছবি তুলে পত্রিকায় প্রকাশ করেছিলেন; পরে তাকে প্রশ্ন করেছিলেন, আপনি তো গুলি ছোঁড়ার অনুমতি দিতে পারতেন; বিশেষ ক্ষমতা আইনে রাজ্যের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারতেন, তা করলেন না কেন? তিনি তার কারণ বলেছিলেন। আমার পুরোটা মনে নেই। তিনি পরের নির্বাচনে সে রাজ্যে বিজয়ী হয়ে আবার ক্ষমতায় এসেছিলেন। জনসাধারণ তাকে আবার ফুলের মালা দিয়ে বরণ করে নিয়েছিল। এদেশের যারা যেমন রাজনীতি করেন, সব দলের মন-মানসিকতা, কর্মকাণ্ড, নেতা-নেত্রীদের 'চাটার দল' পোষার পরিণতি আমাদের মোটামুটি জানা। সব দলের অধিকাংশ নেতা-কর্মীর সততা, কথার গুরুত্ব, লোভ-লালসা, ধরাকে সরা জ্ঞান করা, ডাহা মিথ্যা কথন, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, সত্য-মিথ্যা, মোসাহেবি, দেশপ্রেম সবই প্রায় আমার মতো অনেকের জানা। এসব 'চাটার দল' সাথে নিয়ে বেশিদূর যাওয়া যায় না। দলের মধ্যেও দোষ ধরিয়ে দেওয়ার কিছু লোক থাকার দরকার। সমালোচনা করলেই সে বা তারা খারাপ তা নয়। দীর্ঘ কর্মজীবনে এ অভিজ্ঞতা আমার হয়েছে। এসব বিবেচনায় এখন সমঝে চললে ক্ষমতাসীন দলের পরবর্তীতে আবার ক্ষমতায় আসার সম্ভাবনা অনেকটাই সহজসাধ্য ছিল।

এ অবস্থার জন্য দায়ী ফ্যাক্টরগুলো অতি সংক্ষেপে বলি। ক্ষমতাসীন দলের সমালোচনা করার লোকের খুব অভাব। তারা কোনো সমালোচনাকে ভালোভাবে বিবেচনা করতেও পারেন না, শত্রু ভেবে এ্যাকশনে যায়। কোনো আত্মবিশ্লেষণ ও আত্মজিজ্ঞাসার বালাই নেই। আমিও ক্ষমতাসীন দলের সমালোচনা করি। ক্ষমতাসীন দল ও কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে নয়; সিস্টেম, পরিস্থিতি, কর্মকাণ্ড ও সিদ্ধান্তের বিষয়ে। এই ক্ষমতাসীন সরকারের এই টার্মে প্রায় দেড় যুগ হতে চললো কর্মকাণ্ড ক্রমশই খারাপের দিকে গেছে। উদাহরণ দিতে আমার মতো মাস্টার সাহেবরা পছন্দ করেন, অল্প কয়েকটা দিচ্ছি, যেমন– হরিলুটের ব্যাংক ব্যবসা, সর্বৈব মিথ্যাচার, অব্যবস্থা-অবিচার, দেশব্যাপী দুর্নীতির হোলি খেলা, কোষাগার লুটপাট, নির্ভেজাল দলবাজি, দেশব্যাপী দুষ্কৃতিকারীদের দলভূক্তকরণ, ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য দেশের স্বার্থকে বহিঃশক্তির কাছে অবাধে বিকিয়ে দেওয়া, অফিস-আদালত ও সমাজের প্রতিটা প্রতিষ্ঠানকে দলীয়করণ, 'অমানবিক গুমকাণ্ড' করে বিরোধী মত দমন, প্রকাশ্য নানা অভিনব পন্থায় বার বার গণতন্ত্র চুরি, হাজারে হাজার 'বালিশকাণ্ড', 'ছাগলকাণ্ড', 'বেনজির গংকাণ্ড' 'মতিউর রহমান গংকাণ্ড', 'এমপি

আনার হত্যাকাণ্ড', দ্রব্যমূল্যের সীমাহীন ঊর্ধ্বগতি– এমনি আরো শতশত ঘটনা। এসব কাণ্ডকারখানায় জনজীবন অতিষ্ঠ, দেশের কোষাগারশূন্য, সম্বল বিদেশী ঋণ, ঋণ করে ঘি খাওয়া আর উন্নয়নের বাহানা ও বিজ্ঞাপন, বাকিটা সিস্টেম লস, 'চাটার দল' প্রতিপালন। সবই নির্ভেজাল বাস্তবতা। এসব কোনো কিছুই দেশ ভালো চলছে প্রমাণ করে না। খোলা সামাজিক মাধ্যমের এ যুগে প্রতিটা সচেতন মানুষই ভালো-মন্দ বোঝেন ও জানেন। ক্ষোভগুলো দীর্ঘদিনে মানুষের মধ্যে দলমত নির্বিশেষে পুঞ্জিভূত হয়েছে। কেউ চুপ থাকেন, কেউবা সুযোগ বুঝে কর্মকাণ্ডে যোগ দেন। এখন তা বিস্ফোরিত হচ্ছে। ফল খাওয়ার লোভে গাছে তোলা লোক অনেক আছে, কিন্তু নিরাপদে নামিয়ে আনার লোকের সংখ্যা নগণ্য। এ অভিযোগগুলো আমি করছি বটে, তবে অন্য কোনো দলের পক্ষেও এসব অভিযোগ করা শোভনীয় নয়। সব দলকেই তেপ্পান্ন বছর ধরে দেখে আসছি; কেউ কম, কেউ বেশি, ক্ষমতাসীন দলের অসহনীয় বেশি। এটা আমার সকল দলের প্রতি আত্মবিশ্লেষণের কথা। নিজেদের আমরা খোলা মনে জিজ্ঞেস করতে পারি। আমি জানি আমি ভুল বলিনি।

ক্ষমতাসীন দল ছাত্রছাত্রী, বিরোধী পক্ষ ও সাধারণ মানুষের এ গণরোষ ও বিক্ষোভ সামলাতে পারবে কিনা আমি বেশি সন্দিহান। এ পর্যায়ে ক্ষমতাসীন দলের অতি কাছের এবং দূরের সমব্যথী অনেক দেশই রসদ ও শৃঙ্খলা-বাহিনী নিয়ে সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসতে পারে। অনেক আশার বাণীও শুনাতে পারে। ন্যাটোভূক্ত দেশের কেউ কেউ তো এ অপেক্ষায় বসে আছে। এটা ক্ষমতাসীন দলের জন্য আপাতত সহায়ক বলে তাদের কাছে প্রতীয়মান হতে পারে। তবে এর মধ্যে অনেক অপাঙ্‌ক্তেয় পরিণতি লুকিয়ে আছে। আমি আন্দোলনকারী অনেকের মুখে দ্বিতীয় স্বাধীনতার যুদ্ধ বলে বলতে শুনেছি। আমি একমত হতে পারি না। আমি বলি, এটা অন্যায়-অত্যাচার, মিথ্যাচার, আইনহীনতা, লুটপাট ও দুরাচারবৃত্তি, নির্বিচার নিধনযজ্ঞের বিরুদ্ধে দেশপ্রেমী সকল পেশার স্বতঃস্ফূর্ত মানুষের দেশ, স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার আন্দোলন। ক্ষমতাসীন দলের শুভবুদ্ধির উদয় হোক এটা আমি আশা করি। প্রয়োজনে অনেক ভেতরের কৌশলগত কথা বলতে আমি প্রস্তুত। কিন্তু বিদেশী, প্রতিবেশী, দূরদেশী কোনো বেশধারী বন্ধুর প্ররোচনায় সে দেশের রসদ ও শৃঙ্খলা-বাহিনীর অনুপ্রবেশ ও শৃঙ্খলা রক্ষা করার আশ্বাস কোনোক্রমেই এদেশের শৃঙ্খলা, শান্তি, স্থিতিশীলতা, স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের জন্য সহায়ক না হয়ে আত্মঘাতি হতে বাধ্য। কারণ অল্প কথায় বলা যায়, এতে স্বাধীনতার অবিসংবাদিত নেতা ও বর্তমান ক্ষমতাসীন দলীয় প্রধানের স্বপ্নের বাংলাদেশ গড়ার এতদিনের মৌখিক কথা, অবদান ও তিতিক্ষা সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে পোড়ামাটিতে পর্যবসিত হবে। সবকিছুই আনুপূর্বিক ভেবে দেখার প্রয়োজন। কথায় বলে, ভাবিয়া করিও কাজ, করিয়া ভাবিও না'। বাংলাদেশে প্রচলিত এসব প্রবাদবাক্যের নিশ্চয়ই মূল্য আছে।

(দৈনিক যুগান্তর পত্রিকায় ০৬.০৮.'২৪ তারিখ প্রকাশের জন্য লেখাটি ০৪.০৮.'২৪ তারিখের রাতে লিখে পত্রিকায় পাঠানো হয়েছিল। এর মধ্যে সরকারব্যবস্থার পতন ঘটে। পরে প্রকাশ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে বিধায় পত্রিকায় প্রকাশ করা হয়নি।)

ড. হাসনান আহমেদঃ অধ্যাপক, ইউআইইউ; সাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদ; প্রেসিডেন্ট, জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদ